বিজয় মোহন সিং

বনাম

কর্ণাটক রাজ্য

(২০১৩ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৬৫৬)

এপ্রিল ১০,২০১৯

[এল নাগেশ্বর রাও এবং এম.আর. শাহ, বিচারপতিদ্বয়]

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ৩০২ এর সাথে ৩৪, ৪৯৮-এ, ৩০৪-বি এর সাথে ৩৪ – রাষ্ট্রপক্ষের মামলা যে আপিলকারী-অভিযুক্ত (মৃত ভুক্তভোগীের স্বামী) ভুক্তভোগীের উপর কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় – যার ফলে ভুক্তভোগী গুরুতর দগ্ধ হয় এবং পরে হাসপাতালে মারা যায় – মহানগর হাকিম কর্তৃক ভুক্তভোগীের মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করা হয় – মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে ভুক্তভোগী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে আপিলকারী-অভিযুক্ত তাকে পুড়িয়েছে – পুলিশ আপিলকারী-অভিযুক্ত সহ তিনজনের বিরুদ্ধে ধারা ৩৪ ভারতীয় দণ্ডবিধি (ভারতীয় দণ্ডবিধি) সহ পঠিত ধারা ৪৯৮-ক, ৩০৪-খ, ৩০২ এবং যৌতুক নিরোধ আইনের ৩, ৪ ও ৬ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযোগপত্র দাখিল করে – বিচার আদালত সকল অভিযুক্তকে খালাস দেয় – তবে, হাইকোর্ট আপিলকারী-অভিযুক্তের খালাসের আদেশ বাতিল করে এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করে – আপিলে, স্থির হয়: বর্তমান মামলায়, ভুক্তভোগীের দেওয়া একটি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি ছিল যা প্রমাণিত এবং স্বাধীন সাক্ষী অর্থাৎ মহানগর হাকিম এবং চিকিৎসা কর্মকর্তা দ্বারা সমর্থিত ছিল – কিন্তু কিছু ছোটখাটো অসঙ্গতি/বাদ দেওয়ার কারণে বিচার আদালত তা বাতিল করে দেয় – সমগ্র সাক্ষ্য পুনঃমূল্যায়ন করে দেখা যায় যে বিচার আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই ভুল ছিল এবং তার সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য ছিল – বিচার আদালত মৃত্যুকালীন জবানবন্দি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বাতিল করে স্পষ্ট ত্রুটি করেছে – অতএব, আপিলকারীর খালাসের বিরুদ্ধে আপিলে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ ন্যায়সঙ্গত ছিল – যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৬১ – ধারা ৩, ৪ এবং ৬।

আপিল খারিজ করে আদালত

স্থির হয়: ১. আবেদনকারীর সাথে জড়িত মৃত্যুর ঘোষণাটি প্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল, ডাক্তার এবং সেইসাথে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে পরীক্ষা করে যিনি মৃত্যুর ঘোষণাটি রেকর্ড করেছিলেন।

চিকিৎসা প্রমাণ এবং মৃত্যুকালীন জবানবন্দি ও মহানগর হাকিমের সাক্ষ্যের আকারে উপরোক্ত সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, বিচার আদালত কিছু ছোটখাটো অসঙ্গতি/বাদ দেওয়ার কারণে তা বাতিল করে দেয়। বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ থেকেও এটি প্রতীয়মান হয় যে, কখন তাকে ভর্তি করা হয়েছিল এবং কখন রান্নাঘরে রান্না করার সময় দুর্ঘটনাজনিত পোড়ার ইতিহাস দেওয়া হয়েছিল ডাক্তারকে ইতিহাস দেওয়ার সময় ভুক্তভোগীর প্রাথমিক বক্তব্যকে এটি অযৌক্তিক গুরুত্ব দেয়। তবে, বিচার আদালত মৃত্যুর ঘোষণাপত্রে দেওয়া তার ব্যাখ্যা বিবেচনা করেনি। এমনকি পার্শ্ববর্তী পরিস্থিতি এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ এবং অন্যান্য প্রমাণ বিবেচনা করেও, প্রতিরক্ষা পক্ষ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রমাণ করেছে যে এটি একটি দুর্ঘটনাজনিত পোড়া/মৃত্যু ছিল। আবেদনকারীকে শেষবার বাড়িতে দেখা গিয়েছিল এবং ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং, এই আদালতের অভিমত যে বিচার আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে ভুল ছিল এবং তার দ্বারা আসা সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থনীয় ছিল। [অনুচ্ছেদ ৯] [১০০৭-এফ-এইচ; ১০০৮-এ-বি]

২. উপরের ফলাফলের আলোকে, এটি বিবেচনা করা প্রয়োজন, কেবলমাত্র এই ভিত্তিতে যে হাইকোর্ট যে কারণগুলির ভিত্তিতে খালাসের আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা পরীক্ষা করে দেখেনি এবং বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেনি, এই আদালত দ্বারা আরও হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন? [অনুচ্ছেদ ১০] [১০০৮-সি]

৩. সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে দেখা যায় যে, এমনকি যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করে খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করে সেই ক্ষেত্রেও বিচার আদালত যে কারণগুলিতে পৌঁছেছে তা বিশেষভাবে বিবেচনা না করে এবং কারণগুলি বিকৃত বলে নির্দিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ না করে, এই আদালত এখনও হাইকোর্টের দ্বারা গৃহীত দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশ বজায় রাখতে পারে, যদি এই আদালত নিজেকে সন্তুষ্ট করে যে সাক্ষ্য নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বিচার আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে অবৈধ ছিল বা তার দ্বারা আসা সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টভাবে অস্থিতিশীল এবং আপিল আদালতের রায় সেই দুর্বলতা থেকে মুক্ত। আরও দেখা যাচ্ছে যে হাইকোর্ট স্বাধীনভাবে সমগ্র সাক্ষ্য পুনঃমূল্যায়ন করতে এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অধিকারী, তবে, হাইকোর্ট শুধুমাত্র সমগ্র সাক্ষ্য পুনঃমূল্যায়ন করে দুটি ভিন্ন মত পোষণ করা সম্ভব এই যুক্তিতে খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে ন্যায়সঙ্গত হবে না।

৪. নথিভুক্ত সমস্ত প্রমাণ এবং অভিযুক্তদের খালাস দেওয়ার সময় বিচার আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত ফলাফলের পুনর্বিবেচনার ভিত্তিতে, এই আদালতের অভিমত হল যে, ট্রাই কোর্টের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই ভুল ছিল এবং যে সিদ্ধান্তে তারা পৌঁছেছিল তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ছিল। এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে প্রমাণ পরীক্ষার বিষয়ে দুটি যুক্তিসঙ্গত মতামত সম্ভব এবং তাই যেটি অভিযুক্তকে সমর্থন করে তা গ্রহণ করা উচিত। বিচার আদালত কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রমাণের যথাযথ বিবেচনার উপর একটি দৃষ্টিভঙ্গি বলা খুব কমই বলা যেতে পারে, অনেক কম একটি 'যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি'। বিচার আদালত, যেমন এখানে উপরে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, এখানে উপরে আলোচিত মৃত্যু ঘোষণা এবং অন্যান্য বস্তুগত প্রমাণ বাতিল করার ক্ষেত্রে একটি পেটেন্ট ত্রুটি করেছে। অতএব, আবেদনকারীকে খালাস দেওয়ার বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ এবং প্রমাণ বিবেচনা করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ এর অধীনে অপরাধের জন্য তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ফলাফল রেকর্ড করা ন্যায়সঙ্গত। আপিলের অধীনে রায় কোনও হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেয় না। [অনুচ্ছেদ ১৩] [১০১২-এ-সি]

অ্যাটলি বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এ. আই. আর ১৯৫৫ এস. সি ৮০৭; উমেদভাই যাদবভাই বনাম গুজরাট রাজ্য (১৯৭৮) ১ এস. সি. সি ২২৮: [১৯৭৮] ২ এস. সি. আর ৪৭১; সাম্বাশিবন বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৯৮) ৫ এস. সি. সি ৪১২: [১৯৯৮] ৩ এস. সি. আর ২৮০-এর উপর নির্ভরশীল।

চান্দু বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০২) ৯ এসসিসি ৪০৮; সুরিন্দর সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০০৩) ১০ এসসিসি ২৬: [২০০৩] ৩ সম্পূরক এসসিআর ৪০১; দেবতা ভেঙ্কটস্বামী ওরফে রাঙ্গাইয়া বনাম পাবলিক প্রসিকিউটর, অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট (২০০৩) ১০ এসসিসি ৭০০; মেইন পাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০০৪) ১০ এসসিসি ৬৯২: [২০০৪] ৩ এসসিআর ৭৬৮; চাণক্য ধীবর (মৃত) বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (২০০৪) ১২ এসসিসি ৩৯৮: [২০০৩] ৬ সম্পূরক এসসিআর ১১৮১; কল্যাণ সিং বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (২০০৬) ১৩ এসসিসি ৩০৩: [২০০৬] ৯ সম্পূরক এসসিআর ২৪৯; বানারেড্ডি বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০১৮) ৫ এসসিসি ৭৯০: [২০১৮] ৪ এসসিআর ৬২৩; মাদথিল নারায়ণন বনাম কেরল রাজ্য (২০১৮) ১৪ এসসিসি ৫১৩; মোঃ আখতার ওরফে কারি বনাম বিহার রাজ্য (২০১৯) ২ এসসিসি ৫১৩ – অপ্রযোজ্য।

আহের রাজা খিমা বনাম সৌরাষ্ট্র রাজ্য [১৯৫৫] ২ এস. সি. আর ১২৮৫; রেড্ডি বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য (১৯৭৯) ১ এস. সি. সি ৩৫৫: [১৯৭৯] ২ এস. সি. আর ২৬৫; কে. রামকৃষ্ণন উন্নিথান বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৯৯) ৩ এস. সি. সি ৩০৯: [১৯৯৯] ১ এস. সি. আর ১২২২-উল্লিখিত।

মামলা প্রসঙ্গ

(২০০২) ৯ এসসিসি ৪০৮	অপ্রযোজ্য	অনুচ্ছেদ ৫.৫
[২০০৩] ৩ সম্পূরক এসসিআর ৪০১	অপ্রযোজ্য	অনুচ্ছেদ ৫.৫
(২০০৩) ১০ এসসিসি ৭০০	অপ্রযোজ্য	অনুচ্ছেদ ৫.৫
[২০০৪] ৩ এসসিআর ৭৬৮	অপ্রযোজ্য	অনুচ্ছেদ ৫.৫
[২০০৩] ৬ সম্পূরক এসসিআর ১১৮১	অপ্রযোজ্য	অনুচ্ছেদ ৫.৫
[২০০৬] ৯ সম্পূরক এসসিআর ২৪৯	অপ্রযোজ্য	অনুচ্ছেদ ৫.৫
[২০১৮] ৪ এসসিআর ৬২৩	অপ্রযোজ্য	অনুচ্ছেদ ৫.৫
(২০১৮) ১৪ এসসিসি ৫১৩	অপ্রযোজ্য	অনুচ্ছেদ ৫.৫
[১৯৫৫] ২ এসসিআর ১২৮৫	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৬.৫
[১৯৭৯] ২ এসসিআর ২৬৫	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৬.৫
[১৯৯৯] ১ এসসিআর ১২২২	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৬.৫
[১৯৭৮] ২ এসসিআর ৪৭১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪
(২০১৯) ২ এসসিসি ৫১৩	অপ্রযোজ্য	অনুচ্ছেদ ১৪
এআইআর ১৯৫৫ এসসি ৮০৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪
[১৯৯৮] ৩ এসসিআর ২৮০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৩ সালের ১৬৫৬ নং ফৌজদারি আপিল।

২০০৮ সালের ৪০২ নং ফৌজদারি আপিলে গুলবার্গে হাইকোর্টের কর্ণাটক সার্কিট বেঞ্চের ০৮.০২.২০১৩ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

ভেঙ্কটেশ্বর রাও আণুমোলু, চন্দ্র মোহন আনিসেট্টি, শাশ্বত গোয়েল, আইনজীবী আপিলকারীর পক্ষে।

জোসেফ অ্যারিস্টটল এস., শ্রীমতী প্রিয়া অ্যারিস্টটল, শিবা পি., মিসেস ফারাহ হাশমি, মিস অনিতা শেনয়, আইনজীবীরা প্রতিপক্ষের পক্ষে ।

আদালতের রায় প্রদান করেন

এম. আর. শাহ, বিচারপতি।

১. অবমাননাকর এবং অসন্তুষ্ট বোধ করে কর্ণাটক হাইকোর্টের গুলবার্গ বেঞ্চ কর্তৃক ০৮.০২.২০১৩ তারিখে ফৌজদারি আপিল নং ৪০২/২০০৮-এ প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে, যার মাধ্যমে হাইকোর্ট কর্ণাটক রাজ্যের দায়ের করা উক্ত আপিল মঞ্জুর করেছে এবং অতিরিক্ত দ্রুত বিচার আদালত-IV, বিদারের বিজ্ঞ প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক ২০.১২.২০০৭ তারিখে প্রদত্ত বেকসুর খালাসের রায় ও আদেশ বাতিল করেছে (যাকে অতঃপর বিজ্ঞ 'বিচার আদালত' বলা হবে), যার মাধ্যমে বিজ্ঞ বিচার আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা ৩৪ ধারার সাথে পঠিত, ৪৯৮ক, ৩০৪খ ধারা ৩৪ ধারার সাথে পঠিত এবং ১৯৬১ সালের পণপ্রথা নিবারণ আইনের ৩, ৪ ও ৬ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য মূল অভিযুক্ত নং ১ (এখানে আপিলকারী) কে খালাস দিয়েছিল, এবং ফলস্বরূপ মূল অভিযুক্ত নং ১ কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং আপিলকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক ধারা এবং ১৯৬১ সালের পণপ্রথা নিবারণ আইনের ৪ ধারার অধীনেও দোষী সাব্যস্ত করেছে, মূল অভিযুক্ত নং ১ বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছে।

২. সংক্ষেপে রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি নিম্নরূপঃ

এই যে, আপিলকারীর সাথে মৃত অভিলাশার বিবাহ ১১.১২.২০০২ তারিখের বিদারের গুরুদুয়ারা মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অভিযোগ করা হয় যে বিবাহের পূর্বে অভিযুক্ত এ১ থেকে এ৩ মৃতের পিতামাতার কাছে পণ হিসাবে ৫০,০০০/- টাকা এবং পাঁচ তোলা স্বর্ণের দাবি করেছিল, কিন্তু ৬ তোলা স্বর্ণ এবং গৃহস্থালীর জিনিসপত্র/বাসনপত্র দিতে সম্মত হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। আরও অভিযোগ করা হয় যে বিবাহের ছয় মাস পর, সকল অভিযুক্ত মূল অভিযুক্ত নং ১ কর্তৃক পরিচালিত বৈদ্যুতিক দোকানের জন্য মূলধন বিনিয়োগের জন্য অতিরিক্ত ৫০,০০০/- টাকা পণ দাবি করতে শুরু করে এবং এইভাবে দাবি করে এ১ থেকে এ৩ মৃতকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করে, যদিও সাক্ষী নং ১, ২, ৬ এবং ১৪ নিষেধ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তা চালিয়ে যায় এবং ১৩.২.২০০৫ তারিখে দুপুর ৩:১৫ ঘটিকায় তারা এই কারণে ঝগড়া করে যে মৃত কেন উক্ত ৫০,০০০/- টাকা আনেনি। আরও অভিযোগ করা হয় যে প্রতিবেশীদের হস্তক্ষেপে মৃত ও অভিযুক্তদের আলাদা করা হয় এবং তারপর মৃত প্রায় ৫:০০ ঘটিকায় তার পিতামাতাকে ফোন করে।

আরও অভিযোগ করা হয় যে সেই সময় এ১ (এখানে আপিলকারী) মৃতকে জিজ্ঞাসা করে যে সে কেন এবং কিভাবে তার পিতামাতাকে ফোন করেছিল এবং এই কথা বলার পর সে তাকে খুন করতে যাচ্ছে এবং তারপর এ১ (এখানে আপিলকারী) মৃতের উপর কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। মৃতের গুরুতর দগ্ধের আঘাত লাগে এবং প্রতিবেশীরাই তাকে বিদারের সরকারি হাসপাতালে এবং পরে হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং মৃত ১৭.০২.২০০৫ তারিখে বিকাল ৫:৪৫ ঘটিকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

২.১ এই যে, মৃতের পিতা বর্তমান আপিলকারী—মূল অভিযুক্ত নং ১ এবং অন্য চারজন ব্যক্তি—মূল অভিযুক্ত নং ১-এর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক, ৩০৭ ধারা ১৪৯ ধারার সাথে পঠিত এবং ১৯৬১ সালের পণপ্রথা নিবারণ আইনের ৪ ধারার অধীনে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন দায়ের করেছিলেন, যা এফআইআর অপরাধ নং ৩১/২০০৫ হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছিল। এরপর, ভুক্তভোগী আঘাতের শিকার হয়ে হাসপাতালে মারা যান, এবং সেই কারণে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা ৩৪ ধারার সাথে পঠিত, ৩০৪খ ধারা ৩৪ ধারার সাথে পঠিত এবং ১৯৬১ সালের পণপ্রথা নিবারণ আইনের ৩, ৪ ও ৬ ধারা যুক্ত করা হয়েছিল। তদন্তের সময়, তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের, যথা—ভুক্তভোগীর পিতামাতা, অভিযুক্তের বাড়ির আশেপাশে বসবাসকারী প্রতিবেশীদের জবানবন্দি নথিভুক্ত করেন। তিনি চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণও সংগ্রহ করেন। মহানগর হাকিম (পি ডাবলু ২৮) ভুক্তভোগীর মৃত্যুকালীন জবানবন্দি নথিভুক্ত করেন। তদন্ত শেষে এবং প্রাথমিকভাবে মামলা খুঁজে পাওয়ার পর, পুলিশ সকল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক, ৩০৪খ, ৩০২ ধারা ৩৪ ধারার সাথে পঠিত এবং ১৯৬১ সালের পণপ্রথা নিবারণ আইনের ৩, ৪ ও ৬ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযোগপত্র দাখিল করে। যেহেতু মামলাটি শুধুমাত্র দায়রা আদালতে বিচারযোগ্য ছিল, তাই বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি বিজ্ঞ প্রিন্সিপাল দায়রা জজ, বিদার-এর কাছে পাঠান, যা দায়রা মামলা নং ৮৩/২০০৫ হিসেবে নথিভুক্ত হয়। অভিযুক্তরা দোষী নন বলে স্বীকার করে, এবং সেই কারণে, তাদের সকলের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অপরাধের জন্য বিচার শুরু হয়।

২.২ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণ করার জন্য, সরকারি আইনজীবী মোট ২৮ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছিলেন। উক্ত সাক্ষীদের মাধ্যমে, সরকারি আইনজীবী মৃতের মৃত্যুকালীন জবানবন্দি সহ প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র প্রমাণ হিসেবে দাখিল করেন। এরপর, আসামিপক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করে এবং নাবালক পুত্র সহ ডিডব্লিউ১ ও ডিডব্লিউ২ নামে দুজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর পরিস্থিতি তুলে ধরে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে অভিযুক্তদের আরও জবানবন্দি নেওয়া হয়।

অভিযুক্তদের মামলা ছিল সম্পূর্ণ অস্বীকারের। সাক্ষ্যপ্রমাণের মূল্যায়ন এবং নথিবদ্ধ উপাদান বিবেচনা করে এবং অভিযুক্ত ও সরকারি আইনজীবীের পক্ষে করা যুক্তিতর্ক বিবেচনা করে, বিজ্ঞ বিচার আদালত ২০.১২.২০০৭ তারিখের রায় ও আদেশে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ থেকে তাদের খালাস দেন। অভিযুক্তদের খালাস দেওয়ার সময়, বিজ্ঞ বিচার আদালত প্রদর্শনী পি২ কে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি হিসেবে গ্রহণ করেননি। বিজ্ঞ বিচার আদালত পণ দাবির বিষয়টিও গ্রহণ করেননি।

৩. এই যে, বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা ৩৪ ধারার সাথে পঠিত, ৪৯৮ক, ৩০৪খ ধারা ৩৪ ধারার সাথে পঠিত এবং ১৯৬১ সালের পণপ্রথা নিবারণ আইনের ৩, ৪ ও ৬ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার আদেশের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুধ হয়ে কর্ণাটক রাজ্য কর্ণাটক হাইকোর্টের গুলবার্গ বেঞ্চে ফৌজদারি আপিল নং ৪০২/২০০৮ দায়ের করে। নথিবদ্ধ সকল সাক্ষ্যপ্রমাণের পুনরায় মূল্যায়ন করে এবং বিস্তারিতভাবে সঙ্গত কারণ উল্লেখ করে, হাইকোর্ট বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশ বাতিল করে, যতদূর মৃতের স্বামী—মূল অভিযুক্ত নং ১-এর খালাসের বিষয়, এবং তাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ৪৯৮ক ধারা এবং ১৯৬১ সালের পণপ্রথা নিবারণ আইনের ৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে। মূল অভিযুক্ত নং ১ কে দোষী সাব্যস্ত করার সময়, হাইকোর্ট মূল অভিযুক্ত নং ১ কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য ১০,০০০ টাকা জরিমানা সহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং জরিমানা অনাদায়ে আরও ৫ মাসের কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করে। হাইকোর্ট মূল অভিযুক্ত নং ১ কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দুই বছরের কারাদণ্ড এবং ৫,০০০ টাকা জরিমানা এবং জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের কঠোর কারাদণ্ডও প্রদান করে। হাইকোর্ট মূল অভিযুক্ত নং ১ কে পণপ্রথা নিবারণ আইনের ৪ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং ১,০০০ টাকা জরিমানা এবং জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের সাধারণ কারাদণ্ডও প্রদান করে। হাইকোর্ট আরও নির্দেশ দেয় যে আরোপিত সকল সাজা একই সাথে চলবে।

৪. হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুধ হয়ে মূল অভিযুক্ত নং ১ বর্তমান আপিল দায়ের করেছে।

৫. অভিযুক্তের পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর রাও আণুমোলু জোরালোভাবে সওয়াল করেছেন যে মামলার ঘটনা ও

পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশ বাতিল করে গুরুতর ভুল করেছে। এই সব পরিষ্কার করে বাংলায় অনুবাদ করুন এবং কোনো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করবেন না এবং কোনো পার্শ্বটীকা ব্যবহার করবেন না।

৫.১ অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, একবার বিজ্ঞ বিচার আদালত অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার সময় যুক্তিসঙ্গত কারণগুলি দিয়েছিল, যদিও রেকর্ডের সমস্ত প্রমাণ পুনরায় প্রশংসা করা হাইকোর্টের পক্ষে অনুমোদিত ছিল, উচ্চ আদালত অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার সময় বিজ্ঞ বিচার আদালতের সাথে ওজন করা কারণগুলি মোটেও বিবেচনা করেনি এবং/অথবা বিবেচনা করেনি।

৫.২ অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও খালাসের আদেশকে উল্টে দেওয়ার সময়, হাইকোর্ট খালাসের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ এবং পরিধি মোটেই বিবেচনা করেনি।

৫.৩ অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত অভিযুক্ত আইনজীবী আরও বলেন যে, এই আদালতের রায় অনুযায়ী, যদি 'মামলায় উপস্থাপিত প্রমাণের উপর দুটি মতামত সম্ভব হয়, একটি অভিযুক্তের অপরাধের দিকে এবং অন্যটি তার নির্দোষতার দিকে ইঙ্গিত করে, তবে অভিযুক্তের পক্ষে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত। অভিযুক্তদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, হাইকোর্ট প্রথম আপিল আদালত হওয়ায় একটি ন্যায়সঙ্গত উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য রেকর্ডে থাকা সমস্ত প্রমাণের পুনরায় প্রশংসা করা ন্যায়সঙ্গত হবে, তবে, একবার জামিনে থাকা বিচার আদালত কর্তৃক খালাসের আদেশ পাস হওয়ার পরে, কারণ প্রমাণের পুনরায় প্রশংসা করার সময়, আপিল আদালতকে প্রথমে বিচার আদালতের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তারপরে বৈধ কারণে রেকর্ড করা হবে, আপিল আদালত বিচার আদালতের এই ধরনের সিদ্ধান্তকে বিপরীত করতে পারে।

৫.৪ অভিযুক্তদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, বর্তমান মামলায় সাক্ষ্যপ্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন এবং বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশকে বিপরীত করার সময়, হাইকোর্ট বিচার আদালতের ফলাফলগুলি মোটেও বিশ্লেষণ করেনি এবং এমনকি যে কারণগুলির ভিত্তিতে বিজ্ঞ বিচার আদালত অভিযুক্তদের খালাস দিয়েছে তা বিবেচনা না করেই নিজস্ব ফলাফল দিয়েছে। এটি জমা দেওয়া হয় যে, তাই উচ্চ আদালত তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে এবং দণ্ডপ্রাপ্ত বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের এখতিয়ার প্রয়োগ করেছে।

৫.৫ উপরোক্ত দাখিলগুলির সমর্থনে, অভিযুক্তের পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী এই আদালতের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন,

চান্দু বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০০২) ৯ এসসিসি ৪০৮ (অনুচ্ছেদ ৭); সুরিন্দর সিং বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (২০০৩) ১০ এসসিসি ২৬ (অনুচ্ছেদ ১৮ ও ১৯); দেবথা ভেঙ্কটস্বামী ওরফে রাঙ্গাইয়া বনাম পাবলিক প্রসিকিউটর, অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট (২০০৩) ১০ এসসিসি ৭০০ (অনুচ্ছেদ ৫); মেইন পাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০০৪) ১০ এসসিসি ৬৯২ (অনুচ্ছেদ ১২); চানক্য ধীবর (মৃত) বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (২০০৪) ১২ এসসিসি ৩৯৮ (অনুচ্ছেদ ১৮); কল্যাণ সিং বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (২০০৬) ১৩ এসসিসি ৩০৩ (অনুচ্ছেদ ৭); বানারেড্ডি বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০১৮) ৫ এসসিসি ৭৯০ (অনুচ্ছেদ ১০ ও ১১); মাদথিল নারায়ণন বনাম কেরল রাজ্য (২০১৮) ১৪ এসসিসি ৫১৩ (অনুচ্ছেদ ৮ ও ৯); এবং মহম্মদ আখতার ওরফে কারি বনাম বিহার রাজ্য জেটি ২০১৮ (১২) এসসি ৬৮ : (২০১৯) ২ এসসিসি ৫১৩।

৫.৬ অভিযুক্তদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, অন্যথায় যোগ্যতার ভিত্তিতেও হাইকোর্ট আবেদনকারী-মূল অভিযুক্ত 'নং ১' কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ এবং ৪৯৮ক এবং যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৬১-এর ধারা ৪-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে একটি গুরুতর ভুল করেছে।

৫.৭ অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার সময়-মূল অভিযুক্ত নং. ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২-এর অধীনে অপরাধের জন্য, উচ্চ আদালত নির্ভর করে এবং/অথবা অভিযুক্ত মৃত্যু ঘোষণা বিবেচনা করে বস্তুগতভাবে ভুল করেছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে হাইকোর্ট প্রাসঙ্গিক দিকটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে কথিত মৃত্যুর ঘোষণাটি কিছু সংশোধন এবং/অথবা অনিশ্চিত বিবৃতি সহ বিভিন্ন মানের কাগজপত্র সহ মুদ্রিত কাগজে রেকর্ড করা হয়েছিল, এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে হাইকোর্ট প্রাসঙ্গিক দিকটি যথাযথভাবে প্রশংসা করেনি যে মৃত ব্যক্তি তালাবদ্ধ ঘরের ভিতরে ৯০ % পর্যন্ত পুড়ে গিয়েছিলেন, তবে ৮০০ এমএল কেরোসিনযুক্ত কোনও ঢাকনা ছাড়াই কেরোসিনের চুলা এবং একই ঘরে পড়ে থাকা ম্যাচ বক্সটি আগুন ধরেনি এবং যার জন্য রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা কোনও ব্যাখ্যা নেই।

৫.৮ উপরের দাখিলগুলি করে এবং এই আদালতের উপরের সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করে, এটি বর্তমান আপিল এবং বাতিল করার অনুমতি দেওয়ার জন্য এবং তার হাইকোর্টের দ্বারা গৃহীত বিতর্কিত রায় এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশকে বাতিল করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৬. প্রতিপক্ষ—রাজ্যের পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী বর্তমান আপিলের বিরোধিতা করে জোরালোভাবে দাখিল করেছেন যে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে এবং

খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে ক্ষমতা প্রয়োগের সময় নথিবদ্ধ সকল সাক্ষ্যপ্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন করে হাইকোর্ট বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের রায় ও আদেশ বাতিল করে এবং ফলস্বরূপ অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে কোনো ভুল করেনি।

৬.১ প্রতিপক্ষর পক্ষ থেকে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী জোরালোভাবে বলেন যে, মূল অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার সময় নথিভুক্ত বিচার আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত ফলাফলগুলি বিকৃত এবং নথিভুক্ত প্রমাণের পরিপন্থী এবং তারপরে প্রমাণের পুনর্বিবেচনার ভিত্তিতে হাইকোর্ট অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে, এই আদালতে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই।

৬.২ প্রতিপক্ষর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা এটি জোরালোভাবে জমা দেওয়া হয়েছে-উল্লেখ করুন যে, এই আদালত যেমন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে রায় দিয়েছে, খালাসের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে আপিল আদালতের ক্ষমতা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আপিলের চেয়ে কম নয়। এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে এই আদালত যেমন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে রায় দিয়েছে, খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি করার সময় হাইকোর্ট নথিতে থাকা পুরো প্রমাণকে পুনরায় মূল্যায়ন করতে পারে এবং এটি করার পরে এবং মৃত্যুর ঘোষণাকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করার পরে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ এর অধীনে আপিলকারীর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কোনও দুর্বলতা নেই।

৬.৩ প্রতিপক্ষ—রাজ্যের পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ কৌঁসুলি জোরালোভাবে দাখিল করেছেন যে বর্তমান মামলায় হাইকোর্ট বিস্তারিতভাবে চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ, মৃত্যুকালীন জবানবন্দি এবং অন্যান্য সরকারি সাক্ষীদের বিবেচনা করেছে, যারা সরকারি পক্ষের এই মামলাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছিলেন যে বর্তমান আপিলকারী—মূল অভিযুক্ত নং ১-ই অপরাধ করেছে এবং সেই কারণে হাইকোর্ট বর্তমান আপিলকারী—মূল অভিযুক্ত নং ১-কে সঠিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

৪.৪ এটি উপস্থাপিত হয় যে, যে যুক্তি ও কারণের ভিত্তিতে বিচারিক আদালত অভিযুক্তদের খালাস দিয়েছে, তা যদি দেখা যায়, তা হলে তা বিকৃত এবং নথিভুক্ত প্রমাণের বিপরীত। এটি উপস্থাপিত হয় যে, মূল অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার সময়, বিচারিক আদালত ভুলভাবে কিছু ছোটখাটো দ্বন্দ্বকে আরও বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। তবে, চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ এবং প্রমাণিত হয়ে যাওয়া মৃত্যুর ঘোষণার আকারে অপ্রতিরোধ্য প্রমাণ বিবেচনা করেনি। এটি উপস্থাপিত হয় যে, তাই উচ্চ আদালত বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং খালাসের আদেশকে বিপরীত করে অভিযুক্তকে যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

৬.৫ এএখন আপিলকারীর পক্ষে দাখিল করা যুক্তির ক্ষেত্রে, খালাসের আদেশ বাতিল ও রদ করার সময়, হাইকোর্ট যে কারণে খালাসের আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সেইজন্য খালাসের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে আপিল আদালত হিসাবে কাজ করার সময় হাইকোর্ট তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে, এই বিষয়ে প্রতিপক্ষ-রাজ্যের পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ কৌঁসুলি দাখিল করেছেন যে শুধুমাত্র উপরোক্ত কারণে এবং অন্যথায় এই আদালত কর্তৃক সাক্ষ্যপ্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন করে যদি দেখা যায় যে বিজ্ঞ বিচার আদালত অভিযুক্তের খালাস নথিভুক্ত করতে ন্যায়সঙ্গত ছিল না এবং বিচার আদালত কর্তৃক সাক্ষ্যপ্রমাণের মূল্যায়ন স্পষ্টতই ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং অন্যথায় গুণাগুণের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার হাইকোর্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সঠিক বলে মনে হয়, তবে শুধুমাত্র উপরোক্ত কারণে যে হাইকোর্ট খালাসের আদেশ দেওয়ার কারণগুলি বিবেচনা/পরীক্ষা করেনি, অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্তকরণ বাতিল করার প্রয়োজন নেই। উপরোক্ত দাখিলগুলির সমর্থনে, প্রতিপক্ষ-রাজ্যের পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ কৌঁসুলি এই আদালতের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন: অ্যাটলি বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এআইআর ১৯৫৫ এসসি ৮০৭; আহের রাজা খিমা বনাম সৌরাষ্ট্র রাজ্য ১৯৫৫ (২) এসসিআর ১২৮৫; উমেদভাই যাদবভাই বনাম গুজরাট রাজ্য (১৯৭৮) ১ এসসিসি ২২৮; কে. গোপাল রেড্ডি বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য (১৯৭৯) ১ এসসিসি ৩৫৫; সম্বশিবন বনাম কেরল রাজ্য (১৯৯৮) ৫ এসসিসি ৪১২; কে. রামকৃষ্ণান উন্নীথান বনাম কেরল রাজ্য (১৯৯৯) ৩ এসসিসি ৩০৯।

৬.৬ উপরোক্ত জমা দেওয়া এবং এই আদালতের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, বর্তমান আপিল খারিজ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৭. আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির বিজ্ঞ আইনজীবীদের দীর্ঘক্ষণ শুনেছি।

৭.১ আমরা বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের রায় ও আদেশ এবং খালাস বাতিল করে মূল অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশ বিবেচনা করেছি এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছি।

৭.২ আমরা আপিলকারী—মূল অভিযুক্ত নং ১-এর অপরাধ সম্পর্কে নিজেদের নিশ্চিত করার জন্য নথিবদ্ধ সকল সাক্ষ্যপ্রমাণের পুনরায় মূল্যায়নও করেছি। অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার সময় বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত কারণ ও সিদ্ধান্তগুলিও আমরা বিবেচনা করেছি।

আপিলকারী—মূল অভিযুক্ত নং ১-কে দোষী সাব্যস্ত করার সময় হাইকোর্ট কর্তৃক নথিভুক্ত কারণ ও সিদ্ধান্তগুলিও আমরা বিবেচনা করেছি।

৮. নথিভুক্ত সমস্ত প্রমাণ নতুন করে বিবেচনা করে এবং নথিভুক্ত সমস্ত প্রমাণের পুনর্বিবেচনার ভিত্তিতে, আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, হাইকোর্ট আবেদনকারীকে-মূল অভিযুক্ত নং ১-কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি করেনি। বর্তমান ক্ষেত্রে, মৃত ব্যক্তির দেওয়া একটি মৃত্যু ঘোষণা রয়েছে যা স্বাধীন সাক্ষী, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (পিডব্লিউ ২৮) দ্বারা প্রমাণিত এবং সমর্থিত হয়েছে, এটি মেডিকেল অফিসারকে পরীক্ষা করে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত হয়েছে এবং এমনকি মেডিকেল অফিসারও প্রত্যয়িত করেছেন যে রোগী বিবৃতি দেওয়ার জন্য সচেতন এবং সুসঙ্গত এবং উপযুক্ত মানসিক অবস্থা ছিল। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট যিনি মৃত্যুর ঘোষণাটি রেকর্ড করেছিলেন এবং যাকে রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা পিডব্লিউ ২৮ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল নিম্নরূপঃ

তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি প্রিন্সিপাল জুনিয়র দেওয়ানি বিচারক, ভোঙ্গির হিসেবে কর্মরত ছিলেন; প্রাসঙ্গিক সময়ে, তিনি সেকেন্দ্রাবাদের একাদশ মহানগর হাকিম হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তদন্তকারী আধিকারিক, পি.এস. আফজাল গুঞ্জ থেকে প্রাপ্ত অনুরোধের ভিত্তিতে, তিনি ১৪.২.২০০৫ তারিখে ওসমানিয়া জেনারেল হাসপাতালে যান এবং সকাল ৬টা ২৫ মিনিটের দিকে উক্ত স্থানে পৌঁছান; পুলিশ ও কর্তব্যরত চিকিৎসকের সহায়তায় তিনি অ্যাকিউট বার্নস ওয়ার্ডে যান এবং বিজয় মোহন সিং-এর স্ত্রী অভিলাষ কৌর নামে ভুক্তভোগীর সাথে যোগাযোগ করেন; রাজেশ নামে একজন চিকিৎসক কর্তব্যরত ছিলেন; তিনি উক্ত চিকিৎসকের সাথে কথা বলেন এবং অভিলাষ কৌর তার সামনে জবানবন্দি দেওয়ার জন্য মানসিকভাবে উপযুক্ত কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হন এবং সেই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক নথি প্রদর্শনী পি-২-তে একটি অনুমোদনও পান যা ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি ভুক্তভোগীকে প্রাথমিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং এরপর তার জবানবন্দি স্বেচ্ছায় এবং কোনো প্রকার চাপ বা জোরজবরদস্তি ছাড়া হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর, তিনি তার নিজের হাতে প্রদর্শনী পি-২-তে তার জবানবন্দি নথিভুক্ত করেন এবং প্রদর্শনী পি-২(ডি) তে তার স্বাক্ষর রয়েছে; প্রদর্শনী পি-২-এর হস্তাক্ষরের অংশ তার নিজের হাতে লেখা এবং সেগুলি সত্য ও নির্ভুল; সেগুলি প্রশ্ন ও উত্তর আকারে রয়েছে। তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি তাতে থাকা বিষয়বস্তু ভুক্তভোগী অভিলাষ কৌরকে হিন্দি ভাষায় পড়ে শুনিয়েছিলেন যা তার এবং তারও জানা ছিল; উক্ত নথির নির্ভুলতা স্বীকার করার পর, ভুক্তভোগী তার সামনে প্রদর্শনী পি-২(এ) অনুযায়ী স্বাক্ষর করেন; তিনি কর্তব্যরত চিকিৎসকের স্বাক্ষর প্রদর্শনী পি-২(সি) অনুযায়ী গ্রহণ করেন।

তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে, তিনি প্রদর্শনী পি-২(ক)-এর নীচে ভুক্তভোগী অভিলাষ কৌরের ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ (ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপসই) নিয়েছিলেন; সেই ভুক্তভোগী অভিলাষ কৌর তার স্বামীর বিরুদ্ধে আঘাত এবং তার মাতা ও ভগিনীর প্রভাবে কাজ করার বিষয়ে এই মর্মে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে তার স্বামী অর্থ দাবি করেছিলেন; তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যও অভিযোগ করেছিলেন, কারণ তাকেও অভিযুক্তের দ্বারা দগ্ধ করা হয়েছিল। তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে প্রদর্শনী পি-২ নথিভুক্ত করার সময়, তিনি স্বয়ং, চিকিৎসক এবং ভুক্তভোগী ব্যতীত আশেপাশে আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না; ভুক্তভোগী সাধারণ ওয়ার্ডে ছিলেন; প্রদর্শনী পি-২ অনুসারে ভুক্তভোগীর এই প্রকার বিবৃতি নথিভুক্ত করার পর, তিনি সেই নথি এবং একটি **পত্র** সহ তার কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পত্রের মাধ্যমে তিনি প্রদর্শনী পি-২ চতুর্থ মহানগর হাকিম, হায়দ্রাবাদের কাছে প্রেরণ করেন, যার বিচারকার্যের অধীনে সেই ওসমানিয়া চিকিৎসালয় এবং আফজাল গুঞ্জ থানা অবস্থিত; এবং সেই পত্রটি প্রদর্শনী পি-২(ঙ) এবং প্রদর্শনী পি-২(চ) তার স্বাক্ষর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি ১৫ দিনের জন্য হায়দ্রাবাদের সমস্ত চিকিৎসালয়ে এই প্রকার বিবৃতি নথিভুক্ত করতে কর্তব্যবদ্ধ ছিলেন এবং পরবর্তী ১৫ দিনের জন্য, অন্য কোনো হাকিম সেখানে থাকবেন; একইভাবে, কর্তব্য প্রতি ১৫ দিন অন্তর পরিবর্তিত হতে থাকে এবং যেহেতু এই বিবৃতি নথিভুক্ত করার তারিখটি তার কর্তব্যের দিনগুলিতে পড়েছিল তাই তিনি সেটি নথিভুক্ত করেছিলেন।

৮.১ প্রদর্শনী পি-২-তে, চিকিৎসা আধিকারিক প্রত্যয়িত করেছিলেন যে প্রাসঙ্গিক সময়ে রোগী সচেতন ও সঙ্গতিপূর্ণ ছিলেন এবং বিবৃতি দেওয়ার জন্য সুস্থ মানসিক অবস্থায় ছিলেন। মৃত্যুকালীন ঘোষণায়, মৃত ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্টভাবে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছিলেন:

"প্রশ্ন নং.৭ আপনার কী হয়েছে এবং কীভাবে একই ঘটনা ঘটেছে?

গতকাল বিকেল ৫টায় গুরুদ্বারের কাছে আমার বাড়িতে আমার স্বামী বিজয়া মোহন সিং কেরোসিনের বাট্টির চুলা থেকে কেরোসিন নিয়ে আমার শরীরে লাগিয়ে দেন। আমি সবুজ রঙের শার্ট ও সালোয়ার পরেছিলাম এবং তিনি একটি ম্যাচ স্টিক জ্বালিয়ে আমার শরীরে জ্বলন্ত ম্যাচ স্টিক রেখে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যান, যেন আমার মুখ, হাত এবং শরীরের অন্যান্য অংশে বোঝা হয়ে গেছে।

প্রশ্ন নং. ৮ কারুর কোনও অসৎ কাজ/বাদ দেওয়া আছে নাকি এর জন্য আপনি কাউকে দোষারোপ করেন?

আমার স্বামী আমার সাথে এমন করেছে, সে আমাকে মারধর করে এবং তার মা ও বোনদের প্রভাবে কাজ করে। সে আমার কাছে টাকা চেয়েছিল এবং আমাকে নির্যাতন করত। তার প্রথম স্ত্রীকেও সে পুড়িয়ে দিয়েছিল ।"

১০,১১ এবং ১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়, ভুক্তভোগী হিসাবে উল্লেখ করেছেনঃ

প্রশ্ন নং.১০ আপনার স্বামী বিজয় মোহন সিং-এর আচরণ কেমন ছিল?

আমার স্বামী বলতেন যে আমি পাগল হয়ে গেছি এবং প্রায়শই টাকা চাইতে থাকি। কমলজিৎ কৌর নামে তাঁর আগের স্ত্রী ছিল। সেও আমার স্বামী দ্বারা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সে মারা গিয়েছিল। আমার স্বামী মামলাটি পরিচালনা করেছিলেন এবং 'বেরিয়ে এসেছিলেন। (রোগী ব্যথায় ভুগছেন)। তিনি আমাকে আমার বাবা-মায়ের কাছ থেকে টাকা নিতে বলতেন।

প্রশ্ন নং.১১ আপনি কিভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং আপনার মেয়ে কোথায় ছিল?

আমি দরজা খুললাম এবং বাইরে এলাম, আর আমার মেয়ে অন্য ঘরে ছিল, এরপর আমি খুব যন্ত্রণা এবং জ্বালা অনুভব করলাম।

প্রশ্ন নং.১২ আপনি আর কী বলতে চান?

বিদারের পুলিশকে আমি উপরোক্ত কথা বলিনি কারণ আমার স্বামী এবং আমার শ্যালক মদন মোহন সিং আমাকে হুমকি দিয়েছিলেন এবং আমাকে সত্য না বলতে বলেছিলেন এবং তাই আমি একটি ভুল বিবৃতি দিয়েছিলাম। এখন তাম সত্য কথা বলছে। স্যার দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন এবং আমাকে বাঁচান। আমার সন্তানের যত্ন নেওয়া হোক।

৯. এইভাবে, আবেদনকারীর সাথে জড়িত মৃত্যুর ঘোষণাটি প্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা প্রমাণিত হয়, ডাক্তার এবং সেইসাথে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে পরীক্ষা করে যিনি মৃত্যুর ঘোষণাটি রেকর্ড করেন। মেডিকেল প্রমাণের পাশাপাশি মৃত্যুর ঘোষণা এবং মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের জবানবন্দির আকারে উপরোক্ত অপ্রতিরোধ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, বিজ্ঞ বিচার আদালত কিছু ছোটখাটো দ্বন্দ্ব/বাদ দেওয়ার কারণে তা বাতিল করে দেয়। বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ বিচার আদালত, ভুক্তভোগীর প্রাথমিক বিবৃতি দেওয়ার সময় তাকে কখন ভর্তি করা হয়েছিল এবং রান্নাঘরে রান্না করার সময় দুর্ঘটনাজনিত মামলাগুলির ইতিহাস কখন ডাক্তারকে দিয়েছিল তার ইতিহাসকে অযৌক্তিক গুরুত্ব দিয়েছিল। তবে, বিচার

আদালত মৃত্যুকালীন ঘোষণায় উপরে দেওয়া তার ব্যাখ্যাটি বিবেচনা করেনি। এমনকি আশেপাশের পরিস্থিতি এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ এবং অন্যান্য প্রমাণ বিবেচনা করেও, প্রতিরক্ষা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রমাণ করেছে যে এটি একটি দুর্ঘটনাজনিত পোড়া/মৃত্যু ছিল। আবেদনকারী-মূল অভিযুক্ত নং. কে শেষবার বাড়িতে দেখা গিয়েছিল এবং ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই সে পালিয়ে যায়। সুতরাং, আমাদের মতামত হল যে বিচার আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই ভুল ছিল এবং তার দ্বারা আসা সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থনীয় ছিল।

১০. আমাদের দ্বারা নথিভুক্ত উপরের ফলাফলগুলির আলোকে, এটি বিবেচনা করা প্রয়োজন, কেবলমাত্র এই ভিত্তিতে যে হাইকোর্ট সেই কারণগুলি পরীক্ষা করেনি যার ভিত্তিতে খালাসের আদেশটি পাস করা হয়েছিল এবং বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে, এই আদালত দ্বারা আরও হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন?

১১. উমেদভাই যাদবভাই (উপরে)-এর ক্ষেত্রে এই আদালতে একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়েছিল। এই 'আদালতের' সামনে এই মামলায়, হাইকোর্ট নথিতে থাকা সমস্ত প্রমাণের পুনর্মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করেছিল। তবে, হাইকোর্ট খালাসকে বিপরীত করার সময়, অভিযুক্তদের খালাস দেওয়ার সময় জ্ঞানী বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কারণগুলি বিবেচনা করেনি। হাইকোর্টের রায়কে নিশ্চিত করে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং ১০ নং অনুচ্ছেদে বলেছেঃ

১০. একবার খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলটি যথাযথভাবে গ্রহণ করা হলে, হাইকোর্ট স্বাধীনভাবে সমগ্র প্রমাণের পুনরায় প্রশংসা করার এবং তার নিজস্ব উপসংহারে আসার অধিকারী ছিল। সাধারণত, হাইকোর্ট দায়রা বিচারপতির মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব দেবে যদি তা প্রমাণের যথাযথ মূল্যায়নের পরে করা হয়। এই নিয়মটি বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য হবে না যেখানে দায়রা বিচারক মামলার অদ্ভুত পরিস্থিতিতে একটি খুব বস্তুগত এবং দৃঢ় দিক সম্পর্কে একেবারে ভুল ধারণা করেছেন।

১১.১ সম্বশিবনের (উপরিউক্ত) মামলায়, হাইকোর্ট বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশ বাতিল করে এবং নথিবদ্ধ সকল সাক্ষ্যপ্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন করে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে, তবে হাইকোর্ট এই প্রশ্নে তার সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করেনি যে সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনার ক্ষেত্রে বিচার আদালতের পদ্ধতি

স্পষ্টতই অবৈধ ছিল কিনা অথবা তার দ্বারা উপনীত সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন ছিল কিনা। বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাস বাতিলের পর হাইকোর্ট কর্তৃক অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ নিশ্চিত করে, এই আদালত সন্তুষ্ট হয় যে বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশ বিকৃত এবং দুর্বলতায় পরিপূর্ণ ছিল, এবং সেই কারণে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে। হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশ নিশ্চিত করার সময়, এই আদালত অনুচ্ছেদ ৮-এ নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ করে:

৮. হাইকোর্ট উপরোক্ত নীতিগুলি মেনে চলে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা আপিলের অধীনে রায়টি পর্যালোচনা করেছি। আমরা দেখতে পাই যে হাইকোর্ট দোশি মামলায় (১৯৯৬) ৯ এস. সি. সি ২২৫-তে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কঠোরভাবে অগ্রসর হয়নি, অর্থাৎ প্রথমে এই প্রশ্নের উপর তার উপসংহার রেকর্ড করা যে সাক্ষ্য নিয়ে বিচার করার ক্ষেত্রে বিচার আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে অবৈধ ছিল কিনা বা তার দ্বারা আসা সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থনীয় ছিল কিনা, যা কেবল খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত করবে যদিও হাইকোর্ট তার সামনে উত্থাপিত সমস্ত যুক্তি যথাযথভাবে পূরণ করে একটি সুচিন্তিত রায় দিয়েছে। তবে এটি কি আপিলের অধীনে রায় বাতিল করার ন্যায্যতা প্রদান করবে? আমরা মনে করি, না। আমাদের দৃষ্টিতে, এই জাতীয় ক্ষেত্রে, যে আদালত আপিল আদালতের রায়ের বৈধতা বিবেচনা করছে, যা বিচার আদালত কর্তৃক খালাসের আদেশকে বিপরীত করেছে, তার দৃষ্টিভঙ্গি নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য হওয়া উচিত যদি প্রমাণ নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বিচার আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে অবৈধ বা তার দ্বারা আসা সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টভাবে অস্থিতিশীল হয় এবং আপিল আদালতের রায় সেই দুর্বলতা থেকে মুক্ত কিনা; যদি তা হয় তবে বিচার আদালতের রায় হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেয়। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, আপিল আদালতের রায়কে বিঘ্নিত করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু অন্যদিকে আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বিচার আদালতের রায় কোনও দুর্বলতায় ভুগছে না, তা হলে 'খালাসের' আদেশে আপিল আদালতের হস্তক্ষেপ ন্যায়সঙ্গত ছিল না বলে ধরে নেওয়া যাবে না; তাহলে এই ধরনের ক্ষেত্রে আপিল আদালতের রায়কে দুটি যুক্তিসঙ্গত মতামত হিসাবে বাতিল করতে হবে, কেবল খালাসকে সমর্থনকারী রায়কে দাঁড়াতে হবে। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা এই মামলায় বিচার আদালতের রায় পরীক্ষা করতে এগিয়ে যাব।

১১.২ কে. রামকৃষ্ণান উন্নীথানের (উপরিউক্ত) মামলায়, এই পর্যবেক্ষণ করার পর যে অভিযুক্তের পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীর এই অভিযোগে কিছু সারবত্তা রয়েছে যে হাইকোর্ট খালাসের আদেশ দেওয়ার জন্য বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত কারণের প্রতি মনোযোগ দেয়নি, এই আদালত হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশ বাতিল করতে অস্বীকার করে, কারণ আদালত খুঁজে পেয়েছিল যে খালাসের আদেশ নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে দায়রা বিচারকের পদ্ধতি সঠিক ছিল না এবং বিজ্ঞ দায়রা বিচারক কর্তৃক বিভিন্ন দিক থেকে উপনীত সিদ্ধান্তগুলি টেকসই ছিল না। এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করে যে অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার সময় দায়রা বিচারক প্রাসঙ্গিক/গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বাতিল করতে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন না, তাই হাইকোর্ট সম্পূর্ণরূপে সাক্ষ্যপ্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন করতে এবং নিজস্ব সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করতে অধিকারী ছিল। এই আদালত প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে এবং মতামত দেয় যে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য বাতিল করার জন্য বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কারণগুলি আদৌ সঠিক ছিল না। এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করে যে বিচার আদালত কর্তৃক সাক্ষ্যপ্রমাণের মূল্যায়ন স্পষ্টতই ভুল ছিল এবং তাই বিজ্ঞ দায়রা বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করা হাইকোর্টের কর্তব্য ছিল।

১১.৩ অ্যাটলির (উপরে) ক্ষেত্রে, ৫ অনুচ্ছেদে, এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ ও স্থির করেছেঃ

৫. আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে বিচার আদালতের রায় যেহেতু খালাসের রায় ছিল, তাই হাইকোর্টের শুধুমাত্র সরকারি পক্ষের পেশ করা সাক্ষ্যপ্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে তা বাতিল করা উচিত হয়নি, যতক্ষণ না এটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে বিচারকের রায় বিকৃত ছিল। আমাদের মতে, এটা বলা সঠিক নয় যে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১৭ ধারার অধীনে আপিলে আপিল আদালত যতক্ষণ না এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে আপিলের অধীনে খালাসের রায় বিকৃত ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি সেই আদেশ বাতিল করতে পারত না।

এই আদালত দ্বারা বলা হয়েছে যে, খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রমাণ পর্যালোচনা করা এবং তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসা উন্মুক্ত, অবশ্যই, এই সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের কথা মাথায় রেখে যে, অভিযুক্তের নির্দোষতার অনুমান দুর্বল নয়, বরং বিচার আদালত কর্তৃক খালাসের রায় দ্বারা শক্তিশালী করা হয়েছে, যা সাক্ষীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা পেয়েছিল, যাদের সাক্ষ্য তার উপস্থিতিতে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

এটিও সুপ্রতিষ্ঠিত যে, আপীল আদালতের একটি আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের প্রশংসার ততটাই বিস্তৃত ক্ষমতা রয়েছে যতটা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে রয়েছে, যা নির্ভর করে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে নির্দোষতার অনুমান দিয়ে বিচার আদালতে শুরু করেন তা আপিল পর্যায় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং আপিল আদালতকে বিচার আদালতের মতামতের সাথে যথাযথ 'ওজন' সংযুক্ত করতে হবে যা খালাসের আদেশ রেকর্ড করেছে।

যদি আপিল আদালত সেই নীতিগুলি মনে রেখে সাক্ষ্যপ্রমাণ পর্যালোচনা করে এবং বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তবে সেই রায়কে দূষিত বলা যাবে না। (এই প্রসঙ্গে আদালতে উদ্ধৃত মামলাগুলি দেখুন, যথা: সুরাজপাল সিং বনাম রাষ্ট্র ১৯৫২ সিআরআইএলজে ৩৩১; বিলায়েত খান বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য, এআইআর ১৯৫৩ এসসি ১২২)। আমাদের মতে, আপিলকারীর পক্ষে উত্থাপিত এই যুক্তিতে কোনো সারবত্তা নেই যে হাইকোর্টের সমগ্র সাক্ষ্যপ্রমাণ পর্যালোচনা করা এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

১১.৪ কে. গোপাল রেড্ডি (উপরে উল্লিখিত)-র ক্ষেত্রে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যেখানে বিচার আদালত কাল্পনিক সন্দেহে জর্জরিত থাকার অনুমতি দেয়, সংকীর্ণ কারণে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রমাণের দৃষ্টিভঙ্গি নেয় যা খুব কমই সম্ভব, সেখানে ন্যায়বিচারের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করা হাইকোর্টের সুস্পষ্ট কর্তব্য, যাতে ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে পুনর্বিবেচনার দিকে নিয়ে যাওয়া না যায়।

১২. পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করে দেখা যায় যে, হাইকোর্ট যে ক্ষেত্রে খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে বিজ্ঞ বিচার আদালতের দ্বারা উত্থাপিত কারণগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা না করে এবং কারণগুলি বিকৃত বলে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ না করে খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করে, সেই ক্ষেত্রেও এই আদালত হাইকোর্টের দ্বারা প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশ বজায় রাখতে পারে, যদি এই আদালত নিজেই সন্তুষ্ট হয় যে সাক্ষ্যের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে বিচার আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে অবৈধ ছিল বা তার দ্বারা আসা সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টভাবে অস্থিতিশীল এবং আপিল আদালতের রায় সেই দুর্বলতা থেকে মুক্ত। এটি আরও উঠে আসে যে হাইকোর্ট স্বাধীনভাবে পুরো প্রমাণের পুনরায় প্রশংসা করার এবং তার নিজস্ব উপসংহারে আসার অধিকারী, তবে, হাইকোর্ট কেবলমাত্র পুরো প্রমাণের পুনরায় প্রশংসার ভিত্তিতে খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হবে না যে দুটি মতামত সম্ভব।

১৩. নথিবদ্ধ সকল সাক্ষ্যপ্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন করে এবং অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার সময় বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করে, আমরা এই মত পোষণ করি যে বিচার আদালতের পদ্ধতি স্পষ্টতই ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং তার দ্বারা উপনীত সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন ছিল। আমরা মনে করি যে এটি এমন কোনো মামলা নয় যেখানে সাক্ষ্যপ্রমাণের নিরীক্ষণে দুটি যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব এবং তাই অভিযুক্তের সমর্থনকারী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত। বিচার আদালত কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে সাক্ষ্যপ্রমাণের যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি বলা কঠিন, যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি তো দূরের কথা। উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বিজ্ঞ বিচার আদালত মৃত্যুকালীন ঘোষণা এবং উপরে আলোচিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বাতিল করে স্পষ্ট ভুল করেছেন। অতএব, আপিলকারীর খালাসের বিরুদ্ধে আপিলে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনার ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য তার দোষী সাব্যস্তকরণের সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করা ন্যায়সঙ্গত। আপিলের অধীনে থাকা রায়ে কোনো হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

১৪. এখন, আপিলকারী-অভিযুক্তের পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক উদ্‌ধৃত পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি, বিশেষত মহম্মদ আখতার ওরফে কারি (উপরিউক্ত) মামলার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তটির ক্ষেত্রে, প্রথমত, এই আদালতের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে বিবৃত আইনের প্রস্তাবনা সম্পর্কে কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না। তবে, আমরা এই মত পোষণ করি যে আপিলকারীর পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক উদ্‌ধৃত পূর্বোক্ত কোনও সিদ্ধান্তই বর্তমান মামলার ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এমনকি মহম্মদ আখতার ওরফে কারি (উপরিউক্ত) মামলাতেও, সাক্ষ্যপ্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে, এই আদালত দেখতে পায় যে বিচার আদালত কর্তৃক গৃহীত একটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গির কারণে খালাস ন্যায্য ছিল। সাক্ষ্যপ্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে শুধুমাত্র অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব ছিল এই কারণে হাইকোর্ট খালাসের রায় বাতিল করতে পারত না। বর্তমান মামলায়, উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এবং নথিবদ্ধ সকল সাক্ষ্যপ্রমাণের পুনঃমূল্যায়নের ভিত্তিতে, এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে দুটি যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব এবং তাই অভিযুক্তের সমর্থনকারী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত। উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার সময় বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত সিদ্ধান্তগুলি বিকৃত এবং বিচার আদালতের পদ্ধতি স্পষ্টতই ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং তার দ্বারা উপনীত সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন ছিল। অতএব, সম্বশিবন (উপরিউক্ত); উমেদভাই যাদবভাই (উপরিউক্ত) এবং অ্যাটলি (উপরিউক্ত) মামলায় এই আদালতের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করে, আমরা এই মত পোষণ করি যে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত দোষী সাব্যস্তকরণের রায় ও আদেশে

এই আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। আপিলের অধীনে থাকা রায় ও আদেশে কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। অতএব, আমরা আপিলে কোনও সারবত্তা খুঁজে পাই না এবং এটি খারিজ হওয়ার যোগ্য, এবং সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen